

শিক্ষার মান উন্নয়নের স্বার্থে

আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে শিক্ষানীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। আমি মনে করি, শিক্ষার মান উন্নয়নে গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সৃষ্ট পরিকল্পনা অপরিহার্য। দেশের বেশীর ভাগ যুবক যেখান হইতে আসিতেছে সেই ৬৮ হাজার গ্রামের উন্নয়ন সর্বাপেক্ষে প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের কথা বলা যায়। সেইসাথে প্রয়োজন বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। একটি সমাজ বা দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নিয়োজিত শিক্ষক মহল। অথচ নানা সমস্যায় জর্জরিত দেশের অধিকাংশ শিক্ষক। এমন একজন শিক্ষকের নিকট হইতে আমরা কী আশা করিতে পারি? আমি শিক্ষকতা পেশার সহিত জড়িত। ১৯৮৮ সালে ব্যবস্থাপনায় অনার্সসহ পোস্ট গ্রাজুয়েশন শেষে অনেক খালি বিল পার হইয়া বৎসর দু'য়েক পূর্বে বেসরকারী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করি। ইউরোপ দেখিয়া আসার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। ভ্রমণকালে উপলব্ধি করিয়াছি একমাত্র শিক্ষাই দিতে পারে আমাদের মুক্তি এবং সে শিক্ষাকে হইতে হইবে সুশিক্ষা। আর সুশিক্ষা গ্রহণ বা প্রদান করিবার পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব কিন্তু শিক্ষক মহলের।

অপর ক্ষেত্রে, শিক্ষামহলের সুবিধা-অসুবিধার দিকেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সৃষ্ট তদন্ত সাপেক্ষে সরকারী করা হইলে শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব অনেকাংশে বাড়িবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি জিম্মি হইয়া পড়িয়াছে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট। একটি পরিচালনা কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রা। উপজেলা পর্যায়ে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী হইয়াছে, সেগুলির বার্ষিক ফলাফল কিন্তু বেশ সন্তোষজনক। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ ক্ষেত্রে শিক্ষক মহলের আত্মতৃপ্তিই তাঁহাদের মনোবলকে বাড়িয়া দিয়াছে অনেকাংশে। আর তাই সুশিক্ষার সৃষ্ট পরিবেশ গড়িতে হইলে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। শিক্ষকগণকেও সচেতন থাকিতে হইবে তাঁহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজন সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ। আর শিক্ষক মহলের নীতি হইবে একটাই তাহা হইল শিক্ষা। একজন শিক্ষককে মানিয়া নিতে হইবে শিক্ষা বিস্তারই তাঁহার একমাত্র পেশা এবং নেশা।

মোফাখখারুল ইসলাম বসুনিয়া,
প্রধান শিক্ষক,
খামার মিনরাম কলিকা
উচ্চ বিদ্যালয়, কলিকাতা
ফলগাছা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা